مؤسسة وكلاء الحج البنغلاديشية
হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)
HAJJ AGENCIES ASSOCIATION OF BANGLADESH (HAAB)

Ref : হাব/হ:প্যা:ঘো:/প্রেস ব্রিফিং/২০১৯/০৮২

Date : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

# বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ২০১৯ (১৪৪০ হিঃ) ঘোষনা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

**তারিখ ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, শনিবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকা**

সাঙ্গু ব্যাংকুইট হল, হোটেল ভিক্টরী, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য 'হাব' এর পক্ষ থেকে সকল গণমাধ্যমকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। প্যাকেজ মূল্য ঘোষনাসহ হজ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, বিশেষ করে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমণেচ্ছু সম্মানিত হজযাত্রীদের অবহিত করার লক্ষ্যে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন। আপনাদের বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে হাব কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আপনাদের মাধ্যমে সম্মানিত হজযাত্রী ও বাংলাদেশের সকলকে অবহিত করছি ঃ

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১০ আগষ্ট ২০১৯ খ্রিঃ/ ৯ জিলহজ্জ ১৪৪০ হিজরি সনের পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ বৎসর সর্বমোট ১,২৭,১৯৮ জন হজযাত্রী হজ্বব্রত পালন করবেন। যার মধ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ৭,১৯৮ জন এবং বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ১,২০,০০০ জন।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য কুরবানী ব্যতিত নির্ধারণকৃত সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্য জনপ্রতি মোট ৩,৪৫,৮০০.০০ (তিন লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার আটশত টাকা), যার বিভাজন নিম্নরূপ ঃ

| ক্রঃ নং | ব্যয়ের খাতসমূহ | টাকা |
|---|---|---|
| ০১. | বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ পথের সরাসরি হজ ফ্লাইট-Dedicated Hajj Flight) : | |
| | বিমান ভাড়া (নীট ভাড়া এবং সৌদি বিমান বন্দর বিল্ডিং চার্জ ১৭৪ সৌদি রিয়াল, হজ টার্মিনাল সার্ভিস চার্জ ৩০ সৌদি রিয়াল এম্বারকেশন ফি ৫০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি এর উপর ১৫% ভ্যাট ৭৫ টাকা, এক্সাইজ ডিউটি ২০০০/-, সৌদি সরকারের সিকিউরিটি চার্জ ৪ মার্কিন ডলার এবং এজেন্টস কমশিন ২৫ মার্কিন ডলার। | ১,২৮,০০০.০০ |
| ০২. | **মক্কা ও মদিনার বাড়ী ভাড়া (ভ্যাটসহ)** : মক্কায় ও মদিনায় প্রতি হজযাত্রীর বাড়ী ভাড়া এবং ১% অতিরিক্ত বাড়ী ভাড়াসহ (মক্কা ৩৮০০+মদিনা ৯০০.০০+১% অতিরিক্ত ৩৮.০০)= সৌদি রিয়াল (৪৭৩৮×২২.৫০) | ১,০৬,৬০৫.০০ |
| ০৩. | সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন (জেনারেল কার সিন্ডিকেট) ফি{সৌদি কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা এবং জেদ্দা, মক্কা, মদিনা ও আল-মাশায়েরে (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা) যাতায়াতের বাস সেবা ইত্যাদি (ভ্যাটসহ)}: ১৮১৭ সৌদি রিয়াল (১৮১৭×২২.৫০)। | ৪০,৮৮২.৫০ |
| ০৪. | জমজম পানি (ভ্যাটসহ) : ১১.৫৫ সৌদি রিয়াল (১১.৫৫×২২.৫০) | ২৫৯.৮৭ |
| ০৫. | অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ, ভ্যাটসহ, (সৌদি আরবের মোয়াস্সাসার অধীনস্থ মোয়াল্লেম সার্ভিস প্রোভাইডারদের চার্জ): হজযাত্রীদের মক্কা, মিনা ও আরাফায় খাবার/নাস্তা সরবরাহ, মিনার তাবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা চাদর, বালিশ, কম্বল ইত্যাদি, আরাফার তাবুতে ওয়াটার কুলার স্থাপন, হজযাত্রীদের মক্কা হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় নাস্তা সরবরাহ ১৫৭৫ সৌদি রিয়াল (১৫৭৫×২২.৫০)। | ৩৫,৪৩৭.৫০ |
| ০৬. | স্থানীয় সার্ভিস চার্জ : আইডি কার্ড, হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত পুস্তিকা, আই.টি সার্ভিস, হজ ক্যাম্পে আবাসন ও প্রচারণাসহ হজযাত্রীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি। | ৮০০.০০ |

চলমান পাতা-২

সাত্তারা সেন্টার (১৫তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Sattara Centre (15th Floor, Hotel Victory Ltd.) 30/A, Nayapaltan, VIP Road, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 58317030, 9338867, 9338868, Fax: 88-02-9338526, E-mail: haab01bd@gmail.com, haab01@yahoo.com, Web: www.haab-bd.com

| | | |
|---|---|---|
| ০৭. | হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড) ঃ | ২০০.০০ |
| ০৮. | প্রশিক্ষণ ফি ঃ | ৩০০.০০ |
| ০৯. | চিকিৎসা কেন্দ্র ফি ঃ | ১০০.০০ |
| ১০. | খাওয়া খরচ ঃ | ৩০,০০০.০০ |
| ১১. | অন্যান্য খরচ ঃ | ১২১৫.১৩ |
| ১২. | প্রাক নিবন্ধন ফি ঃ | ২০০০.০০ |
| | মোট= | ৩,৪৫,৮০০.০০ |
| | সর্বমোট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০+১১+১২) = | |

(সর্বমোট তিন লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার আটশত টাকা মাত্র)।

(১) <u>মিনায় দ্বিতল খাট</u>: এ বছর সৌদি সরকার কর্তৃক মিনায় তাবুতে বহুতল বিশিষ্ট খাটের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে প্রত্যেক হজযাত্রীকে ১৭৮.৫০ সৌদি রিয়াল এর সমপরিমাণ (১৭৮.৫০×২২.৫০) =৪০১৬.২৫ টাকা **অতিরিক্ত** পরিশোধ করতে হবে।

(২) <u>অতিরিক্ত ফি</u>: যে সমস্ত সম্মানিত হজযাত্রী ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে হজ সম্পাদন করেছেন ২০১৯ সালের হজ সম্পাদনে তাদেরকে **অতিরিক্ত** ২১০০ সৌদি রিয়ালের সমপরিমান ৪৭২৫০/- টাকা **অতিরিক্ত** প্রদান করতে হবে।

(৩) <u>হজ প্যাকেজ মূল্য পরিশোধ</u>: হজযাত্রীগণ তাদের হজ প্যাকেজের সমুদয় অর্থ শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির ব্যাংক একাউন্ট অথবা সরাসরি এজেন্সিতে জমা দিয়ে মানি রশিদ সংরক্ষণ করবেন। কোনক্রমেই মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট কোন প্রকার লেনদেন করবেন না।

(৪) <u>পাসপোর্ট</u>: হজযাত্রীদেরকে নিজ উদ্যোগে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP) সংগ্রহ করতে হবে। যার মেয়াদ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত থাকতে হবে। প্রাক-নিবন্ধনের সময় জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্মনিবন্ধনের যে নম্বর ব্যবহৃত হয়েছিল তা পাসপোর্টে ব্যক্তিগত পরিচিতি নম্বর হিসেবে উল্লেখ থাকতে হবে। সৌদি ভিসা লজমেন্টে জটিলতা দূর করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নামে পাসপোর্ট করা এবং পাসপোর্টের তথ্য পাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে না গাঁথা বা অন্য কোনভাবে ছিদ্র না করার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

(৫) <u>নিবন্ধন</u>: আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ইং তারিখ হতে ২০১৯ সালের বেসরকারি হজযাত্রীদের নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হবে। হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় বিমান ভাড়া বাবদ ১,২৮,০০০.০০ টাকা এবং সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি (৪০,৮৮২.৫০-২৬,২৩৭.০০)=১৪,৬৪৫.৫০ টাকা সহ সর্বনিম্ন মোট ১,৪২,৬৪৬.০০ টাকা জমা প্রদান করে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন। **তবে হজযাত্রীগণকে আগামী ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখের মধ্যে প্যাকেজ মূল্যের সম্পূর্ণ টাকা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সিকে পরিশোধ করতে হবে।**

(৬) <u>কুরবানী</u>: কুরবানী খরচ বাবদ প্রত্যেক হজযাত্রীকে কমপক্ষে সৌদি রিয়াল ৫২৫ (পাঁচশত পঁচিশ) সমপরিমাণ টাকা ১১,৮১২.০০ (এগার হাজার আটশত বার) টাকা পৃথকভাবে নিজ দায়িত্বে সঙ্গে নিতে হবে।

(৭) <u>পুলিশ ক্লিয়ারেন্স</u>: প্রতি বছর হজযাত্রীদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স এর নামে একটি অনাকাঙ্খিত বিড়ম্বনা ও অহেতুক হয়রানি করা হতো। এ জন্য অনেক হজযাত্রী এবং এজেন্সিকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হত। হাব এর নিরলস প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় পুলিশ ক্লিয়ারেন্স এর বিষয়টি বাতিল করা হয়েছে।

(৮) <u>প্রশিক্ষণ</u>: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং হাব এর যৌথ উদ্যোগে ২০১৯ সনের হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের তিনটি স্থানসহ বাংলাদেশের সকল জেলা সদরে হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। হজযাত্রীগণ অনলাইনে প্রশিক্ষণের স্থান নির্বাচন করতে পারবেন।

চলমান পাতা-৩

(৯) **হাজী হারানো প্রসঙ্গে:** হজযাত্রীগণকে সবসময় গলায় আইডি কার্ড ঝুলিয়ে রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল। তাছাড়া সবসময় দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করা এবং দলছুট না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

(১০) **সৌদি আরবের অভ্যন্তরে যানবাহন সুবিধা:** হজযাত্রীদের সৌদি আরবে পৌছার পর জেদ্দা-মক্কা-মদিনা অথবা মদিনা-মক্কা-জেদ্দা ইত্যাদি সকল যানবাহন সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকারের নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের।

(১১) **মিনা, আরাফা, মুযদালিফা:** হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ মক্কা থেকে মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা ইত্যাদি সকল যানবাহন নিশ্চিত করা এবং মিনা ও আরাফায় তাবু, খাবারসহ আনুসাঙ্গিক সকল সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকার নিয়োজিত মোয়াচ্ছাসার অধিনস্থ মোয়াল্লেমদের। হজ এজেন্সিগুলো মোয়াল্লেমদের সহিত সমন্বয় করে হজযাত্রীদের এই সেবা নিশ্চিতে কাজ করবে।

(১২) হজ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দল ব্যতীত হজযাত্রীর সৌদি আরব অবস্থানকাল সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এয়ারলাইন্সগুলি ৪৫ দিনের বেশী টিকেট ইস্যু করতে পারবেন না।

(১৩) প্রতি মার্কিন ডলার ৮৩.২০ (তিরাশি টাকা বিশ পয়সা) এবং প্রতি সৌদি রিয়াল ২২.৫০ (বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) হারে ধরা হয়েছে।

(১৪) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমসাময়িক বাজার দর অনুযায়ী হবে।

(১৫) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য ৩,৪৫,৮০০.০০ (তিন লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার আটশত টাকা) সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্য নির্ধারিত হলো। (উল্লেখ্য, এ বছর ও হজ প্যাকেজ থেকে সিটি চেক-ইন ও ট্রলীব্যাগ খাতের অর্থ বাদ দেয়া হয়েছে)

(১৬) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক হজযাত্রী হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে ২০ মার্চ, ২০১৯ তারিখের মধ্যে অবশ্যই স্ব-স্ব এজেন্সীর ব্যাংক হিসাবে জমা করে অথবা এজেন্সির অফিসে জমা দিয়ে মানি রিসিট গ্রহণ করবেন।

(১৭) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে যারা নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হবেন তারা এ বছর হজে যেতে পারবেন না। তাদের স্থলে প্রাক-নিবন্ধনের পরবর্তী ক্রমানুসারে নিবন্ধন সম্পাদিত হবে।

(১৮) হজ এজেন্সির একাউন্টে সমুদয় টাকা জমাদান ব্যতিত কোন হজযাত্রী মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল কিংবা ফড়িয়াদের হাতে টাকা দিলে সে হজযাত্রী প্রতারিত হতে পারেন। হজযাত্রীগণ মধ্যস্বত্বভোগী, দালালদের সাথে হজে গমণের জন্য কোনরুপ আর্থিক লেনদেন করে প্রতারিত হলে তার জন্য সরকার কিংবা হাব অথবা হজ এজেন্সি দায়ী থাকবে না।

(১৯) হজ এজেন্সীগুলো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ বিভিন্ন মানের ও প্যাকেজ মূল্যের স্ব স্ব প্যাকেজ ঘোষনা করতে পারবেন। তবে কোনও অবস্থাতেই হাব ঘোষিত প্যাকেজের নিচে কোনও প্যাকেজ মূল্য ঘোষনা করা যাবে না।

(২০) প্রত্যেক হজযাত্রীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা (মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা) সনদ সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর নিকট জমা দিতে হবে।

(২১) মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা হজযাত্রী কোনক্রমেই হজে গমনের যোগ্য বিবেচিত হবেন না। মহিলা হজযাত্রীগণকে মাহরামের সাথে একত্রে নিবন্ধন করতে হবে।

(২২) বাংলাদেশী টাকার সাথে মার্কিন ডলার ও সৌদি রিয়াল এর বিনিময় হার এবং অন্যান্য কারণে খরচ বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বর্ধিত টাকা হজযাত্রীকেই পরিশোধ করতে হবে।

চলমান পাতা-৪

সাত্তারা সেন্টার (১৬তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Sattara Centre (15th Floor, Hotel Victory Ltd.) 30/A, Nayapaltan, VIP Road, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 58317030, 9338867, 9338868, Fax: 88-02-9338526, E-mail: haab01bd@gmail.com, haab01@yahoo.com, Web: www.haab-bd.com

Ref :  Date : ..............................

(২৩) হজ্জের সার্বিক খরচ ছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

(২৪) হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে সম্পন্ন করা হবে। প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিষেধক টিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

(২৫) হজে গমণেচ্ছু প্রত্যেক নিবন্ধিত হজযাত্রীকে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য সনদ সংযুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ৭০ (সত্তর) বছর বা ততোধিক বয়ষ্ক হজযাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট হতে বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মেডিকেল ফাইল ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরী এবং অনলাইনে হালনাগাদ করবে।

(২৬) এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিমানে ভ্রমনকালে কোন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করতে পারবেন না। রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ব্যতীত কোন ঔষধ সঙ্গে নিতে পারবেন না। চাল, ডাল, শুটকী, গুড় ইত্যাদিসহ পচনশীল খাদ্যদ্রব্য যেমনঃ রান্না করা খাবার, তরি-তরকারী, ফলমূল, পান, সুপারি ইত্যাদি কোনক্রমেই সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

(২৭) হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্য সংরক্ষন ও সরবরাহ, নিবন্ধন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে।

(২৮) প্রত্যেক হজযাত্রী ৫ লিটার জম জম এর পানি পাবেন। এক্ষেত্রে, হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সের নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশ বা সৌদি এয়ারপোর্টে জমজমের পানি পাওয়া যাবে। হজযাত্রীকে তার এয়ারলাইন্স হতে জমজমের পানি কিভাবে প্রদান করা হবে, তা জেনে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

অদ্যকার এ সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষে কিছু বিষয় আপনাদেরকে অবহিত করতে চাই।

'হাব' হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া কমানোর বিষয়ে বরাবরই দাবী করে আসছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৭ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং হাবসহ এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় হাব এর পক্ষ থেকে ২০১৯ সালের হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া কমানোর দাবি করা হয় এবং বিমান ভাড়া কমানোর স্বপক্ষে যুক্তিতর্ক ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি উপস্থাপন করা হয়। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ২০১৯ সনের হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া ১,৪৮,০০০/- টাকা করার প্রস্তাব করেন। মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বিমান ভাড়া কমানোর পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। সার্বিক পর্যালোচনা শেষে হাব এর অনঢ় অবস্থান এবং দাবির যৌক্তিকতা বিবেচনায় এনে ২০১৯ সালের হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক প্রস্তাবিত ১,৪৮,০০০/- এর স্থলে সর্বসাকুল্যে ১,২৮,০০০/- (এক লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা) নির্ধারন করা হয়। এই ভাড়া বিগত বছরের হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া থেকে ১০,১৯১/- (দশ হাজার একশত একানব্বই টাকা) কম। এখানে উল্লেখ্য যে, হজযাত্রীদের বর্ধিত বিমান ভাড়া ইতোপূর্বে কখনই কমানো হয়নি। হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া কমানোর বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

চলমান পাতা-৫

مؤسسة وكالات الحج البنغلاديشية
হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)
HAJJ AGENCIES ASSOCIATION OF BANGLADESH (HAAB)



Ref : Date : ..............................

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার দক্ষ, বলিষ্ঠ ও সময়োচিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে হজ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুচারু ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে আসছে। বাংলাদেশ হজ ব্যবস্থাপনায় ঈর্ষণীয় সাফল্য বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স বাতিল, বিমান ভাড়া হ্রাসসহ হজ ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী ও যুযোপযোগী সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমরা আরো বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আলহাজ্জ এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে। ধন্যবাদ মাননীয় বিমান প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলীকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব জনাব নজিবর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মহিবুল হক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক জনাব আজিজুর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক জনাব নুরুল আলম, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব আমিন উল্লাহ নূরীসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাই।

সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব গোলাম মসিহ্, মক্কাস্থ কাউন্সেলর হজ জনাব মাকসুদুর রহমান এবং জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেল জনাব এফ. এম বোরহানসহ সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২০১৮ সালের হজে অসাধারন সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ এইচ এম আল-মুতাইরি এবং হেড অব কনসুলার সেকশন ইব্রাহিম আল হোমায়দীসহ দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আপনাদের মাধ্যমে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল সম্মানিত হাব সদস্যকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের আন্তরিক সহযোগিতায় হজ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সুশৃঙ্খল ও সফলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৮ সালের হজ অতীতের যেকোন বছর থেকে সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য হাব পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমরা আশা করি সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হোন।

আল্লাহ্ হাফেজ ॥

আবদুস ছোবহান ভূঁইয়া
সভাপতি, হাব।

এম. শাহাদাত হোসাইন তসলিম
মহাসচিব, হাব।